# উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী

**উপজেলা: সুন্দরগঞ্জ, জেলা: গাইবান্ধা।**

সভাপতি : মো: তরিকুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।

স্থান : উপজেলা নির্বাহী অফিসার এঁর অফিস কক্ষ।

তারিখ : ০৫/১২/২০২৩ খ্রি;

সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা।

**সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের উপস্থিতি পরিশিষ্ট ''ক' আকারে সংযুক্ত করা হলো;**

সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সদস্য সচিব, উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি সভায় জানান যে, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকার ১৪/১১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০৩.২৩.১৩৫ নং স্মারক, সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকার ০৮/১১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.০০৫.২৩.২৩৬ নং স্মারক ও অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকার ১৯/১১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০৩.২৩.১৩৬নং স্মারক, সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকার ১২/১১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.০০৫.২৩.২৩৮নং স্মারক মোতাবেক অভ্যন্তরীণ আমন ধান ও সিদ্ধ চাল সংগ্রহ/-২০২৩-২৪ এর আওতায় সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় ১০১৭ মেঃটন আমন ধান ও ৬৯০ মে:টন সিদ্ধ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া গেছে। ১০১৭ মে:টন ধান যা কৃষকের অ্যাপের মাধ্যমে ক্রয় করতে হবে। ইতোমধ্যে সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় কৃষকের অ্যাপস প্রচারণার জন্য লিফলেট, পোস্টার, মাইকিং এবং পৌরসভার মেয়রসহ ১৫টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণের সাথে আলোচনা সভা করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোক্তার সাথে আলোচনা করে বলা হয়েছে যে, কোন কৃষক যদি নিবন্ধন করতে আসে তবে তাদের নিবন্ধন তাড়াতাড়ি সম্পাদন করে অন্য কৃষকদের নিবন্ধন ও আবেদন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করার নিমিত্তে উক্ত উদ্যোক্তাগণের সাথে মতবিনিময় সভা করা হয়েছে।

আগামী ৩০/১১/২০২৩ খ্রী: তারিখের মধ্যে "কৃষকের অ্যাপ" এর মাধ্যমে যে কোন কৃষক নিবন্ধন ও আমন মৌসুমের ধান বিক্রয়ের আবেদন করতে পারবেন। পরবর্তীতে খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকার ১৭/১২/২০২৩ খ্রী: তারিখের ১৩.০১.০০০০.১০০.৩১.০২৭.৬০৯ স্মারক মোতাবেক কৃষকের অ্যাপসের মেয়াদ ২৩/১২/২০২৩ খ্রী: তারিখ পর্যন্ত কৃষক নিবন্ধন/ধান বিক্রয়ের আবেদন করতে পারবেন। প্রাপ্ত কৃষকগণের নিবন্ধন ও আবেদনসমূহ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা গ্রহণ করবেন।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও সদস্য উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভায় জানান যে, অনলাইনে কৃষকের অ্যাপ এর মাধ্যমে লটারীতে নির্বাচিত কৃষকগণ ইউনিয়ন ভিত্তিক উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রত্যয়ন পত্র নিয়ে খাদ্য গুদামে সুশৃঙ্খল ভাবে তাদের উৎপাদিত ধান দিতে পারবেন মর্মে জানান। তিনি আরও জানান যে, আবেদন গ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা ও সম্মানিত সভাপতি উপজেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি অনলাইনে কৃষকের অ্যাপ এর মাধ্যমে লটারী করে প্রত্যেক কৃষকের ধানের বরাদ্দ বিভাজন করবেন। এরপর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা, লটারীতে নির্বাচিত কৃষকগণকে ধান বিক্রয়ের বরাদ্দ আদেশ দিবেন। ধান বিক্রয় সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি কৃষকগণ তাদের মোবাইলে এস.এম.এস এর মাধ্যমে জানতে পারবেন।

১. প্রতি কেজি ধানের সংগ্রহ মূল্য ৩০/- (ত্রিশ) টাকা;
২. ধান সংগ্রহের সময়সীমা ২৩/১১/২০২৩ খ্রিঃ হতে ২৮/০২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত;
৩. প্রতি কেজি সিদ্ধ চালের সংগ্রহ মূল্য ৪৪/- (চুয়াল্লিশ) টাকা
৪. চাল সংগ্রহের সময়সীমা ২৩/১১/২০২৩ খ্রিঃ হতে ২৮/০২/২০২৪খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৫. মিলারদের সাথে চুক্তির সময়সীমা ২৩/১১/২০২৩ খ্রী: হতে ০৫-১২-২০২৩ খ্রী তারিখ পর্যন্ত।

সভাপতি জানান, খাদ্য বিভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপজেলার মোট বরাদ্দের ১০১৭ মে.টন ধান অ্যাপের মাধ্যমে লটারী করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সভায় উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দ খাদ্য বিভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১০১৭ মে.টন ধানের লটারীর করার বিষয়ে একমত পোষণ পূর্বক লটারী করার জন্য সভাপতিকে অনুরোধ জানান।

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সদস্য সচিব উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি সভায় আরও জানান যে, সিদ্ধ চালের ক্ষেত্রে জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির মিল ওয়ারী বিভাজন করে দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে মিলাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে চুক্তিকৃত চাল নির্দিষ্ট খাদ্য গুদামে পরিশোধ করবেন।

চলমান পাতা-২

**সিদ্ধান্ত সমূহঃ**

১। লটারিতে নির্বাচিত কৃষকগণ বরাদ্দপ্রাপ্ত আমন ধান এল এস ডিতে বিক্রয় করার সময় জাতীয় পরিচয়পত্র ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রত্যয়ন পত্র সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

২। সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় ২০/১২/২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ১০১৭ মে:টন আমন ধানের জন্য ৭৬৯৯ জন কৃষক আবেদন করেছেন। এর মধ্যে ৩৩৯ জন কৃষক লটারী বিজয়ী হয়েছে। খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে প্রতি কৃষক ৩.০০০ মে:টন ধানের বরাদ্দ আসায় সভায় উক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩। সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় অতিরিক্ত কোন ধানের বরাদ্দ পাওয়া গেলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক তাঁর আইডি হতে অনলাইনের মাধ্যমে দ্রুত সময়ের মধ্যে লটারী অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এবং এ সংক্রান্ত নতুন করে কোন সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হবে না।

৪। সুন্দরগঞ্জ এলএসডিতে পৌরসভাসহ ৩নং তারাপুর, ৪ নং বেলকা, ৫ নং দহবন্দ, ৯ নং ছাপরহাটী, ১০ নং শান্তিরাম, ১১ নং হরিপুর, ১২ নং কঞ্চিবাড়ী, ১৩ নং শ্রীপুর, ১৪ নং চন্ডিপুর ও ১৫নং কাপাসিয়া ইউনিয়নের লটারীতে নির্বাচিত কৃষকের নিকট হতে ধান ক্রয় করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫। বামনডাঙ্গা এল এস ডিতে ১ নং বামনডাঙ্গা, ২ নং সোনারায়, ৬নং সর্বানন্দ, ৭ নং রামজীবন ও ৮ নং ধোপাডাঙ্গা ইউনিয়নের লটারীতে নির্বাচিত কৃষকের ধান ক্রয় করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে খাদ্য গুদামে ধান সরবরাহের নিমিত্ত নির্বাচিত কৃষকগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য উপজেলা কৃষি অফিসার ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

৭। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা সুন্দরগঞ্জ এল এস ডি এবং বামনডাঙ্গা এলএসডি'তে গুদামের খালি জায়গা বিবেচনায় নিয়ে বরাদ্দ আদেশ প্রদান করবেন;

৮। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুন্দরগঞ্জ/বামনডাঙ্গা এলএসডি লটারীতে নির্বাচিত কৃষকগণের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার নিকট হতে আনা প্রত্যয়ন পত্র নিয়ে বরাদ্দকৃত ধান নীতিমালা মোতাবেক সংগ্রহ করবেন, অনলাইনে WQSC ইস্যু করবেন এবং উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পেয়িং ব্যাংকে প্রেরণ করবেন;

৯। পেয়িং ব্যাংক অনলাইনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কৃষকের একাউন্টে টাকা পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিমালা-২০১৭ এর বিনির্দেশ সম্মত ধান সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে এবং পরবর্তীতে উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষ হতে জারীকৃত আদেশ বলবৎ থাকবে।

১১। অভ্যন্তরীণ ধান সংগ্রহ কার্যক্রম সফল করার জন্য উপজেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি ধান সংগ্রহ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ধান সংগ্রহ কার্যক্রমে কোন অনাহুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তাৎক্ষণিক উপজেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভাপতিকে জানানোর জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

( মো: তরিকুল ইসলাম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি
সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়,
সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।

স্মারক নং- উখানি/সুন্দর/গাই-৯০৪ | তারিখঃ ০৫/১২/২০২৩খ্রি.

**অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য। (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)**

১। মাননীয় সংসদ সদস্য, ২৯, গাইবান্ধা-০১, প্রধান উপদেষ্টা, উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, সুন্দরগঞ্জ,গাইবান্ধা।
২। মেয়র, সুন্দরগঞ্জ পৌরসভা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।
৩। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৪। জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা।
৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা
৬। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, গাইবান্ধা।
৭। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, সদস্য, উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।
৮। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদস্য, উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।
৯। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদস্য, উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা
১০। ইউপি চেয়ারম্যান(সকল)..............................., সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।
১১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, উপজেলা চালকল মালিক সমিতি, সদস্য, উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা
১২। জনাব মো: ফিরোজুজ্জামান লেলিন, সদস্য, উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।
১৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সুন্দরগঞ্জ/বামনডাঙ্গা এল এস ডি, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।
১৪। দপ্তর নথি

(মোঃ হাবিবুর রহমান)
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।

D:\সংগ্রহ ফাইল-২০২৩\আমন সংগ্রহ-২০২৩-২০২৪\Amon Resulation-2023-2024-2.docx